তারিখ : 19 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পরীক্ষা ও ছুটির চাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা | মধুমিতা চক্রবর্তী

অধ্যক্ষ, সরকারি তোলারাম কলেজ
নারায়ণগঞ্জ

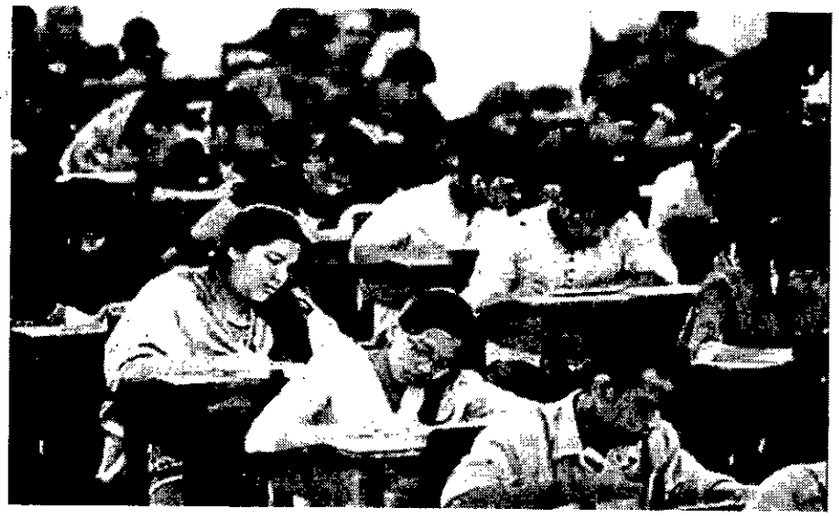

মনটা ভালো নেই। ভালো থাকে না। দাপ্তরিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিংবা ব্যক্তিগত বিবেচনায় শিক্ষকদের প্রতিকৃতি যেভাবে অঙ্কিত হচ্ছে, আজকাল তা মোটেও সুখকর নয়। পেশাগত বিবেচনায় স্বাস্থ্যকরও নয়। আমার চাকরি জীবনের গল্পটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে– নটে গাছটি মুড়োলো বলে। শেষ সময়ে মনটা ভার হয়ে থাকে। হাতে থাকা কর্মসূচিগুলো দ্রুত যে শেষ করব, তার উপায় দেখছি না। আমার শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশে থাকে। সহকর্মীদের মাঝে নবউদ্যম-উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহের কমতি দেখি না। এলাকার জনগণ ঐতিহ্যবাহী এই কলেজটার পুনর্জাগরণ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়; কিন্তু দু'একটা বিষাক্ত আগাছা শুধু একটুখানি শর্ষে প্রমাণ ফাঁক যেখানেই দেখতে পায়, সেখানেই অতি দ্রুত শাখা বিস্তার করে সব আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে চায়। অযথাই বিষময় করে তোলে বহু পরিশ্রমে-যত্নে লালিত স্বপ্নের সুফলা ভূমি। বারবার চেষ্টা, যতবার চেষ্টা, ততবার ছোবল–আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। গ্লাসের প্রায় সবটুকুই যে ভরা সেটা তারা দেখে না–ক'ফোঁটা পানি কম আছে, তাই নিয়ে মাতম শুরু করে দেয়। প্রয়োজন মনে করলে অতি ক্ষিপ্রতায় নিজের নাক কেটেই যাত্রাভঙ্গ করতে চায় অন্য সবার। এ এক অসম যুদ্ধ। একদিকে সব ধনাত্মক উদ্যোগ; অন্যদিকে ঋণাত্মক বিরোধিতা। বিশ্বকবির বিখ্যাত এক কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি ঘুরেফিরে মনে আসে। সখার কাছে প্রেম চাহে ভগবান, দাসের কাছে নতি চাহে শয়তান, নতি স্বীকার করো, নতজানু হও, আমাকে সঙ্গে রাখ, পরামর্শ নাও, নয়তো সব ভণ্ডুল করে দেব– এটা কি কারও নীতিগত অবস্থান হতে পারে?

বিজয়ের মাস, উল্লাসের মাস, উদযাপনের মাস। সেই সঙ্গে আত্মোপলব্ধি-আত্মশুদ্ধিরও মাস। এই বিজয় দিবসে আমরা শিক্ষকরা কি তেমন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি মনে মনে? চারদিকে এত টিটকারি-সমালোচনার ঝড়, একটুও কি আত্মশুদ্ধির কথা ভেবেছি আমরা। যদিও বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষকই এসব মানহানিকর প্রচারণার বাইরে অবস্থান করেন। কিন্তু দু'চারটা পচা আমের জন্য ঝুড়ির সব ক'টা আমকেই যে জনগণ পচা বলে ধরে নেয়। আমরা কি তার প্রতিবাদ করেছি? কিংবা সব নষ্ট করে দেওয়া সে দু'চারটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করেছি, যাতে অন্তত গা বাঁচে আমাদের। হীনমন্যতায় তলিয়ে যাওয়ার আগে সংঘবদ্ধ শক্তিতে আমরা কি পেরেছি এই ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে? কেন দুদক বিশেষ সুপারিশ রাখবে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য, কেন প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে সব ঘাট পেরিয়ে এসে বারবার শিক্ষকদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে? প্রতিষ্ঠানে ক্লাস হওয়া না হওয়ার দায় কেন একা এই শিক্ষক সমাজের। এসব বিষয়ে আমরা কি তলিয়ে ভেবেছি? গুটিকয় লোভী স্বার্থান্ধ দুষ্ট চরিত্রের শিক্ষক নামের কুলাঙ্গারের জন্য কেন গোটা শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সমালোচিত হবে?

জেলা আইন-শৃঙ্খলা মিটিংয়ে অভিযোগ তোলার পর তোলারাম কলেজে গলির কোচিং সেন্টারগুলো ঝটিকা পরিদর্শনের আওতায় এসেছিল। লক্ষ্য ছিল, ক্লাস চলাকালে এদের কার্যক্রম বন্ধ রাখা। আমরা সুফল পেয়েছি। ছাত্র উপস্থিতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে বেড়েছে। যে ক'জন কলেজ শিক্ষক এ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিল, তারাও সতর্ক হয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সামান্য উদ্যোগ নিই; তবে অনেক অসামান্য অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ফিতে আমরা যদি প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই উপযুক্ত সময়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা রাখি, তাতেও কিন্তু অভিভাবকদের বহির্মুখী কোচিং নির্ভরতা কমবে। তাদের আর্থিক সাশ্রয়ও হবে।

সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজে ইংরেজি ক্লাস কেন হয় না, তা জানি না। নিজ প্রতিষ্ঠানের অসহায় অভিজ্ঞতার আলোকে শুধু বলতে পারি, একের পর এক পরীক্ষার চাপে ইংরেজি কেন, কোনো ক্লাসই পর্যাপ্ত সংখ্যায় হওয়ার উপায় নেই। ডিগ্রি (পাস) তিন বর্ষ, অনার্স চার বর্ষ, মাস্টার্স, প্রিলিমিনারি, উচ্চ মাধ্যমিক– মোট দশটা পরীক্ষার জন্য কম করে হলেও দশ মাস সময় তো লাগেই। তারপর রয়েছে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো। বাকি দুই মাস চলে যায় ছুটিছাটায়। তাহলে ক্লাসের জন্য আর থাকে কী? আমাদের ওত পেতে থাকতে হয় পরীক্ষার মাঝের ফাঁকা দিনগুলোর জন্য। কিংবা যুগপৎভাবে একাধিক পরীক্ষা নেওয়ায় যে সময় বেঁচে যায়, সেটুকুই খপ করে ধরি। তার সঙ্গে যোগ হয় নানা উৎসব-আয়োজনও।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমানোর ধাক্কাটাও আমাদের ওপরই এসে পড়ে। একটা ব্যাচ ভর্তি হওয়ার মোটামুটি চার মাসের মধ্যে ফরম পূরণের সময় এসে যায়। অন্যান্য পরীক্ষা, ছুটিছাটা, বিভিন্ন জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠান আয়োজন শেষে চার মাসের আর বাঁচে কি? কিন্তু ক্লাস না হওয়ার দায়ভারটা বহন করতে হয় শিক্ষক সমাজকেই। তবু আমরা আমাদের নানাবিধ অসহায়ত্বের কথা কাউকে জানাই না, কোনো প্রতিকার-প্রতিবিধান চাই না। মুখে কুলুপ এঁটে থাকি, অভিযোগের ভার বহন করতে করতে ন্যুব্জ হয়ে পড়ি।

শিক্ষক পরিবারের খুব তুচ্ছ একজন সদস্য হিসেবে আমি মনে করি, যে দোষগুলো আমাদের রয়েছে তার সংশোধনের লক্ষ্যে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবিক অর্থে যে দোষে আমরা এককভাবে দোষী না, সে ব্যাপারেও আমাদের মুখ খুলতে হবে। আন্দোলন করে নয়, আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি আর তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে। শুধু নিজ স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলে আমরা একদিন বিস্ময়কর উন্নয়ন যাত্রার পথে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পিছিয়ে পড়ব, পিছিয়ে দেব বাংলাদেশের আগামীকেও।